চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবহাপনা

সামগ্রিকভাবে রাজস্ব নীতি হচ্ছে সরকারের আয়- ব্যয় ব্যবস্থাপনা। সরকারি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যয়ের অর্থ সংগৃহীত হয় রাজস্ব আদায় তথা কর ও কর-বহির্ভূত খাতের আয় থেকে। সরকারের আয় ও ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যেই রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করা হয়। দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক হিতিশীলতা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুষ্ঠু রাজস্ব নীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সরকারি ব্যয় এবং রাজস্ব ব্যবহাপনাকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ সংকার কার্যক্রম চলমান রয়েছে । রাজস্ব নীতি নির্ধারণে এ সব সংকারের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সুষ্ঠু রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। আহরিত সম্পদের সাথে খরচের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে যাতে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বান্ধব এবং কর্মসংস্থানমুখী প্রণোদনা সৃজন করে অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের ভারসাম্য বজায় থাকে রাজস্ব নীতিতে মূলতঃ এদিকটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় । সরকারের ভারসাম্যময় আয়-ব্যয় তথা সুষ্ঠু রাজস্ব নীতি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত অপরাপর প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নির্ভরতা ও ধারাবাহিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে বিধায় সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবহাপনায় সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবহাপনার বিকল্প নেই ।

সরকারি আয়

সরকারি আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস কর রাজস্ব । কর রাজস্ব মূলত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরণের রাজস্ব আয়ের সমন্বয়ে গঠিত এবং এটি থেকে সরকারের মোট আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ সংগৃহীত হয় । অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয় কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাতের আদায় (ফি, মাসুল ইত্যাদি) থেকে। কোন দেশের উন্নয়নের স্তর/অবস্থান নির্ধারণে রাজস্ব সংগ্রহের হার একটি স্বীকৃত নির্ণায়ক। যে দেশের অর্থনীতি যত শক্তিশালী সেখানকার রাজস্ব সংগ্রহের হারও তত বেশী। আমাদের দেশে মোট রাজস্ব- দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) অনুপাত যেখানে ১৯৯৯-০০ অর্থবছরে ছিল ৮.৪৭ শতাংশ, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ১০.৭৯ শতাংশে ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ অনুপাত কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১০.৬ শতাংশ হয় । ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ অনুপাত ১১.৩ শতাংশে উন্নীত হয়। বর্তমান ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ হার সামান্য হ্রাস পেয়ে ১১.২৫ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও বৃদ্ধির হার স্বল্প এবং গতি ধীর। বিগত দশকের অর্থবছরসমূহে কর-রাজস্ব ও কর- বহির্ভুত রাজস্ব এবং রাজস্ব -জিডিপি অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.১ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৪.১: রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
মোট রাজস্ব	২০০৭৪	২৪৩৪২	২৭৮৯৩	৩১১২০	৩৫৪০০	৩৯২০০	৪৪৮৬৮	৪৯৪৭২	৬০৫৩৯	৬৯১৮০
কর রাজস্ব	১৬০৭৯	১৯৭৭৮	২১৩৩২	২৪৯৫০	২৮৩০০	৩১৯৫০	৩৬১৭৫	৩৯২৪৭	৪৮০১২	৫৫৫২৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৩৯৯৫	৪৫৬৪	৬৫৬১	৬১৭০	৭১০০	৭২৫০	৮৬৯৩	১০২২৫	১২৫২৭	১৩৬৫৪
স্থুল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর শতকরা হিসেবে										
মোট রাজস্ব	৮.৪৭	৯.৬০	১০.২১	১০.৩৫	১০.৬৩	১০.৫৭	১০.৭৯	১০.৬	১১.৩০	১১.২৫
কর রাজস্ব	৬.৭৮	৭.৮০	৭.৮১	৮.৩০	৮.৫০	৮.৬২	৮.৭০	৮.৪	৮.৯৬	৯.০৩
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৬৯	১.৮০	২.৪০	২.০৫	২.১৩	১.৯৬	২.০৯	২.২	২.৩৪	২.২২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বিবিএস। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

কর ব্যবহাপনা

বাংলাদেশে কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- কর্তৃক প্রতিপালিত হচ্ছে । স্বল্পতম সময়ে বর্ধিত হারে দারিদ্র নিরসন, কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশজ শিল্পের বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংহানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুক্ষত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দ্বারা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন ইত্যাদি সামনে রেখে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বক্স ৪.১ এ দেখা যেতে পারে।

বক্স ৪.১: ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবহায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

প্রত্যক্ষ কর ব্যবহায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ব্যক্তি করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা ১,৫০,০০০/- টাকা থেকে ১,৬৫,০০০/-টাকায় উন্নীতকরণ।
- মহিলা ও সিনিয়র সিটিজেন (৭০ উর্ধ্ব বয়স) করদাতাদের জন্য কর মুক্ত আয়ের পৃথক সীমা ১,৮০.০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর করের হার ৪০% হতে কমিয়ে ৩৭.৫% এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর কর হার ৩০% হতে কমিয়ে ২৭.৫% করা হয়েছে। মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানী, ব্যাংক, বীমা ও ার্থিক প্রতিষ্ঠানের কর হার অপরিবর্তিত রয়েছে।
- কেবলমাত্র কৃষি আয় রয়েছে এমন করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা ৪০,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০,০০০/- টাকা করা হয়েছে।
- পোল্ট্রি, ফিসারিজ ও ডেইরী খাতের আয়ের কর অব্যাহতির মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে ১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত করা হয়েছে।
- সংশোধিত আকারে কর অবকাশ সুবিধার মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে ১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত করা হয়েছে। কর অবকাশের এ সুবিধা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন, এম.এস রড, সিআই সীট, আন্ডার গ্রাউন্ড রেল, মনো-রেল, টেলিকম খাতের (মোবাইল ফোন কোম্পানী ব্যতীত) অবকাঠামো উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রদান করা হয়েছে।
- বার্ষিক টার্ণওভারের পরিমাণ ২৪, ০০,০০০/- টাকার অধিক নয় এমন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।
- হস্ত শিল্পজাত পণ্য রপ্তানীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উক্ত উৎস হতে উদ্ভুত আয়কে ১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত করমুক্ত হিসাবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে।
- সফটওয়্যার ব্যবসাসহ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (lnformation Technology Enabled Services, ITES) ব্যবসা খাতে উদ্ভুত আয়কে ১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত করমুক্ত হিসাবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে।
- সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ মোট আয়ের ২০% অপেক্ষা বাড়িয়ে ২৫% অথবা ৫,০০,০০০/- টাকা অথবা প্রকৃত বিনিয়োগ, যা কম তার বিধান করা হয়েছে এবং রেয়াতযোগ্য কর বিনিয়োগের ১৫% হতে ১০% করা হয়েছে।
- ইন্টার কর্পোরেট কর হার অর্থাৎ কোম্পানী কর্তৃক ডিভিডেন্ড গ্রহণের ওপর প্রযোজ্য কর হার ১৫% বাড়িয়ে ২০% করা হয়েছে।
- সমতা আনয়নের লক্ষ্যে অনিবাসী বাংলাদেশী (কোম্পানী ব্যতীত) করদাতার আয়ের ওপর বিদ্যমান উৎসে কর কর্তনের হার ২৫% হতে কমিযে নিবাসী করদাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই রূপ কর হার করা হয়েছে।
- ছোট ছোট বিনিয়োগকারীদের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশে ৫৩ এফ ধারা সংশোধন করে ডিপোজিট পেনশন সস্কীমের সুদ আয়কে আয়কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- মুদ্রাফীতির কথা বিবেচনা করে আয়কর অধ্যাদেশ এর ৫৩ এ ধারা বিধান সংশোধন করে এরূপ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে যে, মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ২০,০০০/- টাকা হলে উক্ত ভাড়ার বিপরীতে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। পূর্বে এ ভাড়ার পরিমাণ ছিল মাসিক ১৫,০০০/- টাকা।
- কৃষির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি কৃষি কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়কে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কিছু শর্ত সাপেক্ষে উপজেলা পর্যায়ে ন্যূনতম ১০টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট পাঁচতলা বা তদুর্ধ্ব তলার ইমারত হতে উদ্ভুত আয়কে নির্মাণ শেষ হওয়ার তারিখ হতে দশ বছর পর্যন্ত আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- কিছু শর্ত সাপেক্ষে ব্যক্তি কর্তৃক জিরো কুপন বন্ডের আয়কে কর অব্যাহতি ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রমোশনাল কার্যক্রম

- আয়কর বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫ সেপ্তেম্বর -কে জাতীয় আয়কর দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম বারের মত ১৫ সেপ্তেম্বর, ২০০৮ জাতীয় আয়কর দিবস উদযাপন করা হয়েছে।
- কর দাতাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী তিনজন এবং দীর্ঘ মেয়াদে কর প্রদানকারী দুইজন কর দাতাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
- কর দাতাদের স্ব-প্রণোদিতভাবে কর প্রদানে উৎসাহিত করা এবং আয়করের গুরুত্বকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর নেতৃত্বে দেশের প্রতিটি উপজেলা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা/বাণিজ্য এলাকায়/স্থানে স্ব-প্রণোদিত করদাতা সনাক্তকরণ কর্মসূচী চলমান রয়েছে।
- কর সংসশৃতি ও শিক্ষা বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন ধরণের প্রচার-প্রচারনা ও ডকুমেন্টারী সম্প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- আয়কর বিভাগের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অটোমেশন প্রোগ্রাম চলমান রয়েছে।
- আয়কর রিটার্ণ সহজীকরণের লক্ষ্যে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা ও কোম্পানী করদাতাদের জন্য নতুন আয়কর রিটার্ণ ফরম প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের আয়কর রিটার্ণ পূরণে সহযোগিতার জন্য আয়কর রিটার্ণ ফরম পূরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- করদাতাদের সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরোক্ষ কর ব্যবহায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ ঃ শুল্ক ব্যবহা ঃ

- চার স্তরবিশিষ্ট শুল্ক-কর কাঠামোকে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট শুল্ক-কর কাঠামোতে পরিবর্তন করা হয়েছে। সর্বোচ্চ শুল্ক কর ২৫% অপরিবর্তিত রেখে মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং আইসিটি খাতের শুল্ক ৩% ধার্য করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ আর্থিক বছরে মৌলিক কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্ক ১০% ও ১৫% থেকে হ্রাস করে যথাক্রমে ৭% ও ১২% করা হয়েছে।
- পাঁচ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক-কর কাঠামো যথা-২০%,৬০%,১০০%,২৫%এবং ৩৫০%,কে ২০০৮-২০০৯ আর্থিক বছরে ও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।;
- র চিনি এর উপর Specific duty টনপ্রতি ৪০০০.০০ অপরিবর্তিত রেখে ফিনিশিড চিনির Specific duty rate টনপ্রতি ৫,০০০.০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭০০০.০০ টাকা করা হয়েছে।
- Meltable Scrap Ges MS Billet/ingot Gi Specific duty টনপ্রতি ১৫০০.০০ টাকা এবং ২৫০০.০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। Silver bullion Ges Gold Bullion এর Specific duty প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম (ভরি) ৬.০০ টাকা এবং ১৫০.০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবহা:

০১। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সরলীকরণ:

(ক) ট্যারিফ মূল্যে পণ্য সরবরাহকারীর ন্যয় ট্যারিফ মূল্যে সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর উপকরণ কর হিসাবে রেয়াত গ্রহনের সুযোগ রহিতকরণ; (খ) বকেয়া রাজস্ব হিসাবে অর্থদণ্ড ও জরিমানার অর্থ কিস্তিতে আদায়ের বিদ্যমান বিধানের পাশাপাশি মূল দাবীকৃত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রেও কিস্তি সুবিধা প্রদানের প্রথা চালুকরণ; (গ) ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের (SME) সুবিধা প্রদানের জন্য মূসকের Threshold এর পরিমাণ বার্ষিক টার্ণওভার ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২৪ (চব্বিশ) লক্ষ টাকা নির্ধারণ; (ঘ) মূসক প্রদান ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে Online এ মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনপত্রের আবেদন দাখিল ও নিবন্ধনপত্র মূসক-৮ ইস্যুকরণের বিধানকরণ; (ঙ) দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহর এলাকায় অবস্থিত বড় ও মাঝারী ব্যবসায়ী/সেবা প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে ১ জুলাই,২০০৮ তারিখ থেকে ECR মেশিন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু ECR মেশিন ব্যবহার এ দেশে একটি নতুন ধারণা হওয়ায় মেশিনে প্রয়োজনীয় device সংযোজন করে আমদানি করা এবং সর্বোপরি অবকাঠামোগত প্রস্তুতির জন্য ব্যবসায়ীদের যথাযথ সময় প্রদানের লক্ষ্যে ১ জুলাই, ২০০৮ এর পরিবর্তে ১ জানুয়ারী,২০০৯ তারিখ হতে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে দেশের সকল জেলা শহর এলাকায় ECR ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক প্রবর্তন; (চ) ২(দুই)পৃষ্ঠার দাখিলপত্রের (ফরম মূসক-১৯) পরিবর্তে ১(এক) পৃষ্ঠার নতুন একটি সহজ, সংক্ষিপ্ত ও ব্যবসায়-বান্ধব দাখিলপত্র প্রচলন; ২(দুই)পৃষ্ঠার দাখিলপত্রের (ফরম মূসক-১৯) পরিবর্তে ১(এক) পৃষ্ঠার নতুন একটি সহজ, সংক্ষিপ্ত ও ব্যবসায়-বান্ধব দাখিলপত্র প্রচলন; (ছ) সেবার পরিধি নির্ধারণের লক্ষ্যে ব্যাখ্যা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি Update করণ; (জ) যোগানদার (Procurement provider) এর সংজ্ঞা সংশোধন ও সহজীকরণ; (ঝ) আপীল Advance Trade VAT (ATV) সংক্রান্ত ব্যাখ্যাপত্রের অস্পষ্টতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যাখ্যাপত্র বাতিলপূর্বক নতুন ব্যাখ্যাপত্র জারীকরণ।

০২। স্বেচ্ছা ক্ষমতা হ্রাসকরণ ঃ

(ক) মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত নমুনা ফেরত দানের ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট সময়ের পরিবর্তে ৩০(ত্রিশ) দিন সময়সীমা নির্ধারণ; (খ) মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলপত্র পরীক্ষার সময়সীমা অধিকতর ব্যাবসা-বান্ধব করার লক্ষ্যে ৬০(ষাট) দিনের পরিবর্তে ৩০(ত্রিশ) দিন নির্ধারণকরণ (গ) মৌসুমী ইটভাটা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা,২০০৪ এর ক্ষেত্রে দণ্ডের বিধান মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর আলোকে সমন্বয় সাধন এবং জিগজাগ ইট ভাটার পরিমাপ নির্ধারণ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান জটিলতা নিরসণকরণ।

০৩। কর আপাতন হ্রাসকরণ ঃ

(ক) কুটির শিল্পের প্লান্ট, মেশিনারী ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমান ৭(সাত) লক্ষ টাকা হতে ১৫(পনের) লক্ষ টাকায় নির্ধারণ। বর্তমানে বার্ষিক ২০(বিশ) লক্ষ টাকার কম টার্ণওভার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্পের সুবিধা ভোগ করতে পারে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটে উক্ত টার্ণওভারের Threshold ২৪ (চব্বিশ) লক্ষ টাকা নির্ধারণ; (খ) রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশে প্রেরিত ঔষধের নমুনার উপর মূসক অব্যাহতির সীমা ১০ (দশ) হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০ (বিশ) হাজার টাকায় উন্নীতকরণ; (গ) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও দন্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে 'নামমাত্র মূল্যের' ব্যাখ্যায় মূসক অব্যাহতির মূল্যসীমা অনধিক ২৫/- টাকা এবং দৈনিক শয্যা ভাড়া অনধিক ৫০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে যথাক্রমে অনধিক ৫০/- টাকা এবং অনধিক ১০০/- টাকা নির্ধারণ; (ঘ) নিউজ প্রিন্ট উৎপাদনকারী শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল Waste paper এর উপর মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি সুবিধা আগামী ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত বর্ধিত করণ; (ঙ) আমদানি পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি বিদ্যমান থাকায় গবাদি পশুর হাড় থেকে তৈরী জিলেটিন ক্যাপসুলের বাই প্রোডাক্ট "ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট" এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি প্রদান।

০৪। মূসক অব্যাহতি প্রদান ঃ

(ক) Drugs for Thalassaemia (আমদানি পর্যায়ে); (খ) Bar and Rods (আমদানি পর্যায়ে); (গ) Chassis fitted with engine for motor vehicles of Heading 87.02 in CKD Condition (আমদানি পর্যায়ে); (ঘ) Silver bullion (আমদানি পর্যায়ে); (ঙ) হাতে তৈরী বিস্কুট (উৎপাদন পর্যায়ে); (চ) প্লাস্টিক ও রাবারের হাওয়াই চপ্পল এবং প্লাস্টিকের পাদুকা (প্রতি জোড়ার ৬০ (ষাট) টাকা মূল্যসীমা পর্যন্ত) (উৎপাদন পর্যায়ে) (ছ) হস্তচালিত লুমে (পাওয়ার লুম ব্যতীত) কৃত্রিম আঁশ ও সুতার তৈরী ফেব্রিক্স (উৎপাদন পর্যায়ে); (জ) পশু খাদ্যের পুষ্টি প্রিমিক্স (ব্যবসায়ী পর্যায়ে) ।

০৫। মূসকের পরিধি বৃদ্ধি ঃ

(ক) মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার - (১) পণ্য ঃ Raw silk (আমদানি পর্যায়ে); Children's picture, drawing or colouring books (আমদানি পর্যায়ে)। (২) সেবা ঃ পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা (সেবা প্রদান পর্যায়ে)।

(খ) বার্ষিক টার্ণওভার নির্বিশেষে কতিপয় পণ্য/সেবা খাতকে মূসকের আওতায় আনায়ন ঃ (১) পণ্য ঃ জর্দ্দা, গুল। (২) সেবা ঃ পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা (সেবা প্রদান পর্যায়ে)।

(গ) ট্যারিফ মূল্য হালনাগাদ ঃ বাসের বডি প্রস্তুতকরণ ও বডি সংযোজন এর ক্ষেত্রে ১৯৯৯ সালে নির্ধারণকৃত ট্যারিফ মূল্য ১০% বৃদ্ধি করে পুনঃনির্ধারণ।

(ঘ) উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় কর্তন ও সরকারি ট্রেজারীতে জমা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত সেবার তালিকায় নিম্নলিখিত সেবাসমূহ অন্তর্ভূক্তকরণ ঃ (১) পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা; (২) সিকিউরিটি সার্ভিস; (৩) আইন পরামর্শক; এবং (৪) ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম।

(ঙ) সম্পূরক শুল্ক আরোপ ঃ (১) স্যাটেলাইট চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটরদের উপর বর্তমানে বিদ্যমান ১৫% এর পরিবর্তে ২৫% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ; (২) Diamond (Finished) এর উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপ; (৩) সিগারেটের মূল্য ও সম্পূরক শুল্ক (একটি মূল্যস্তরে) বৃদ্ধি করে শুল্ক স্লাব সমন্বয়করণ এবং বিড়ির স্থানীয় পর্যায়ে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক পুনর্বিন্যাসকরণ।

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

বর্তমান ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে তা অর্থবছর শুরুর পর থেকেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট আর্থিক সংকটে পড়ে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি মন্দা অবস্থায় পতিত হয় এবং জ্বালানী তেলসহ অন্যান্য পণ্যের ব্যাপক দর পতন ঘটে। এই দর পতন মূল্যফীতি হ্রাসের সহায়ক হলেও এতে করে দেশের রাজস্ব আহরণে অন্যতম বৃহৎ খাত আমদানি শুল্কের আদায় ক্রমাগত কমে যায়। কারণ আমদানি শুল্ক পণ্যের আমদানি মূল্যের ভিত্তিতে ধার্য হওয়ায় এ খাতের শুল্ক আদায় তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাচ্ছে যার প্রভাবে এ খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যহত হতে পারে মর্মে আশংকা রয়েছে। খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ হানে

রয়েছে আয়কর । এটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। কারণ রাজস্ব সংগ্রহের বিদ্যমান ধারায় আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বরাবরই প্রাধান্য বিস্তার করে আসলেও এবার এ ধারা পরিবর্তনের সুপষ্ট ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। যা দেশের সার্বিক সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে । এরপর রয়েছে যথাক্রমে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, অন্যান্য কর এবং আবগারি শুল্কের অবহান। সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের ধারা থেকে পষ্ট যে, রাজস্ব সংগ্রহে মূল্য সংযোজন কর ও আয়করের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৫৪৫০০.০০ কোটি টাকা। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৩,৮৫০.০০কোটি টাকা এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৪৫,৯৭০কোটি টাকা। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ৪৭,৪৩৫.৬৬কোটি টাকা। যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১,৪৬৫.৬৬কোটি টাকা বা ৩.১৯ শতাংশ বেশী। ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন খাতসমূহ হতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৭,২১৯.৩২কোটি টাকা। দেখা যাচ্ছে যে, গত ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরের তুলনায় ১০,২১৬.৩৪ কোটি টাকা বেশী আয় হওয়ায় রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছিল ২৭.৪৫ শতাংশ। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই/২০০৮- মার্চ/২০০৯) আদায় হয়েছে ৩৫,১২৬.০১ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের (জুলাই/২০০৭- মার্চ/২০০৮) একই সময়ের তুলনায় ৩১৩০৪.৬৩ কোটি টাকা বা ১২.২১ শতাংশ বেশী। চলতি অর্থবছরের (২০০৮-২০০৯) প্রথম নয় মাসে (জুলাই/২০০৮-মার্চ/২০০৯) মোট রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রার ৬৪.৪৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্যমাত্রার ৭১% এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৬৮ শতাংশ অর্জিত হয়েছিল। সারণি ৪.২ এ তিনটি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণ তুলে ধরা হ'লঃ

লেখচিত্র ৪.১ঃ খাত ভিত্তিক রাজস্ব আদায় (২০০৮-০৯, মার্চ/০৯ পর্যন্ত)

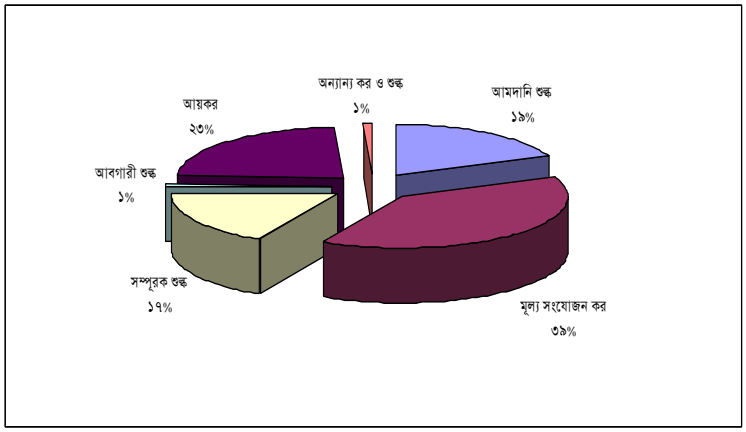

সারণি ৪.২: খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	আদায় মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত	আদায় মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত	আদায় মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত
আমদানি শুল্ক	৬৩৬৭.৯৩	৬৪৪০.৮৮	৬৫৪০.৬৯
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়)	৪৭৯১.১৯	৫৭০১.৪১	৬৩৯১.৪৬
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	১৩৪৪.৮৫	১৩০১.৭১	১৬৩৪.৯২
উপ মোট	**১২৫০৩.৯৭**	**১৩৪৪৪.০০**	**১৪৫৬৭.০৭**
আবগারী শুল্ক	১৬০.১০	২১২.১৮	২৩৩.২৪
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়)	৪৯৪৬.২৯	৬২২৫.৪৭	৭৩৯৫.৩৯
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়)	৩৭৪৯.৩১	৪৩২২.৩৮	৪৪৩১.৭০
টার্ণ ওভার ট্যাক্স	৫.৩৯	৩.৩৮	৩.০৪
উপ মোট	**৮৮৬১.০৯**	**১০৭৬৩.৪১**	**১২০৬৩.৩৭**
পরোক্ষ করের মোট	**২১৩৬৫.০৬**	**২২৭২২.৭৬**	**২৭২২১.১৭**
আয়কর	৪৫৩৯.৫৯	৬৭৫৩.৬০	৮১৮০.৪৭
অন্যান্য কর ও শুল্ক	২১৬.৮৮	৩৪৩.৬২	৩১৫.১০
প্রত্যক্ষ করের মোট	**৪৭৫৬.৪৭**	**৭০৯৭.২২**	**৮৪৯৫.৫৭**
সর্বমোট	**২৬১২১.৫৩**	**৩১৩০৪.৬৩**	**৩৫১২৬.০১**

সরকারি ব্যয়

সরকারি ব্যয় ব্যবহাপনা সরকারের রাজস্ব ব্যবহাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় অব্যাহত রাখা, উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় উৎসাহিতকরণ, সরকারি খাতের ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধন এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সরকারি রাজস্ব ব্যবহাপনার অন্যতম মূল লক্ষ্য। সরকার প্রতি বছরে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে তার মূখ্য উদ্দেশ্য হল দেশের জনগণের জীবনমানের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন সাধন । চলতি অর্থবছর ও বিগত অর্থবছরসমূহে সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় এবং জিডিপি-র শতকরা হিসেবে তাদের অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.৩-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৪.৩: সরকারি ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	৩৪৪৬৪	৩৭৩৯৯	৪০৭৫৭	৪২০৭৫	৪৭১৮৪	৫৩৯০৩	৫৯০৩০	৬৬৮৩৬	৯৩৬০৮	৯৪১৪০
(ক)রাজস্ব ব্যয়	১৮১৯৫	২০৫৩৬	২২৭০০	২৫৩০৭	২৮৩৯০	৩৩৩২৪	৩৬৬১৮	৪৫৪১২	৫৬৯৮৯	৬৭১২৫
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	১৫২২১	১৫৯০১	১৫০৫০	১৫২৭১	১৬৮১৭	১৮৭৭১	১৯৪৭৩	১৭৯১৬	২৪৩৪৯	২৫৬২৮
(গ) অন্যান্য ব্যয়	১০৪৮	৯৬২	৩০০৮	১৪৯৭	১৯৭৭	১৮০৮	২৯৪০	৩৫০৮	১২২৭০	১৩৮৭
জিডিপি-র শতকরা হিসেবে										
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৪.৫৪	১৪.৭৫	১৪.৯২	১৪.০০	১৪.১৭	১৪.৫৪	১৪.২০	১৪.৩০	১৭.৪৮	১৫.৩১
(ক)রাজস্ব ব্যয়	৭.৬৭	৮.১০	৮.৩১	৮.৪২	৮.৫৩	৮.৯৯	৮.৮১	৯.৭১	১০.৬৪	১০.৯১
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৬.৪২	৬.২৭	৫.৫১	৫.০৮	৫.০৫	৫.০৬	৪.৬৮	৩.৮৩	৪.৫৫	৪.১৭
(গ) অন্যান্য ব্যয়	০.৪৪	০.৩৮	১.১০	০.৫০	০.৫৯	০.৪৯	০.৭১	০.৭৬	২.২৯	০.২৩

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

রাজস্ব ব্যয়ের গঠন

সরকারের মোট রাজস্ব ব্যয়ের বিশ্লেষণে (পরিশিষ্ট সারণি-২০) দেখা যায়, ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বেতন ভাতা খাতে ব্যয় ছিল যথাক্রমে ২৭.৫, ২৫.৩, ২৬.৬ ও ২৮.৪ শতাংশ । ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তা ২৩.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তা ২১.৫ শতাংশ হতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ভর্তুকি ও অন্যান্য চলতি হস্তান্তর খাতে ব্যয় ছিল মোট রাজস্ব ব্যয়ের যথাক্রমে ২৮.৪, ৩০.১, ২৯.১ ও ৩১.৪ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তা ৩৩.৭ শতাংশ হয়। ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মোট রাজস্ব ব্যয়ে (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের) ঋণের ওপর সুদের অংশ ছিল যথাক্রমে ২০.৩, ১৮.৮, ১৯.৮ ও ২০.২ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ খাতে ২০.৭ শতাংশ ব্যয় হয়। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তা ২৪. ২ শতাংশ দাঁড়াতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয়ের গঠন

সারণি ৪.৪ এ দেখা যায় যে, গত দেড় দশকে এডিপির প্রকৃত ব্যয়ের গড় হার নিম্নমুখী। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০-০১ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের গড় ব্যয় হার প্রায় ৯২ শতাংশ। অপরদিকে ২০০১-০২ থেকে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত সময়ে ব্যয়ের গড় হার হ্রাস পেয়ে ৮৯ শতাংশ হয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এডিপি ব্যয়ের জাতীয় গড় দাঁড়ায় সংশোধিত বরাদ্দের ৮৩ শতাংশ। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত অর্থাৎ তৃতীয় প্রান্তিক শেষে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ব্যবহারের হার ৪৫ শতাংশ।

সারণি ৪.৪: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

বছর	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি			
	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার
১৯৯৫-৯৬	১২১০০	১০৪৪৭	১০০১৬	৯৬.০
১৯৯৬-৯৭	১২৫০০	১১৭০০	১১০৪১	৯৪.০
১৯৯৭-৯৮	১২৮০০	১২২০০	১১০৩৭	৯০.৫
১৯৯৮-৯৯	১৩৬০০	১৪০০০	১২৫০৯	৮৯.৪
১৯৯৯-০০	১৫৫০০	১৬৫০০	১৫৪৭১	৯৩.৮
২০০০-০১	১৭৫০০	১৮২০০	১৬২৪০	৮৯.২
২০০১-০২	১৯০০০	১৬০০০	১৪০৯০	৮৮.১
২০০২-০৩	১৯২০০	১৭১০০	১৫৪৩৪	৯০.০
২০০৩-০৪	২০৩০০	১৯০০০	১৬৮১৭	৮৯.০
২০০৪-০৫	২২০০০	২০৫০০	১৮৭৭১	৯১.৬
২০০৫-০৬	২৪৫০০	২১৫০০	১৯৪৭৩	৯১.০
২০০৬-০৭	২৬০০০	২১৬০০	১৭৯১৭	৮৩.০
২০০৭-০৮	২৬৫০০	২২৫০০	১৮৪৫০	৮৩.৮
২০০৮-০৯ (মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত)	২৫৬০০	২৩০০০	১০৫৩২	৪৫.৮

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বাষ্ুিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি প্রকৃত ব্যয়ের গঠন বিন্যাস

আর্থসামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। নিচের সারণি ৪.৫-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি প্রকৃত ব্যয়ের গঠন বিন্যাস দেখানো হ'লঃ

সারণি ৪.৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (প্রকৃত)-এর খাতওয়ারি গঠন বিন্যাস, প্রধান খাতসমূহ (%)

খাতসমূহ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত)
কৃষি	৪.৫	৪.৯	৪.৭	৪.৫	৪.৪	৩.৭৪	৪.০৪	৩.৬২	৫.২০	৫.৮৬	৬.৬৪	৬.৪৭
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৮.২	১০.১	১২.২	১২.২	১১.১	১০.০৯	১৩.৮৩	১৪.২৭	১৫.৮৩	১৭.১৪	১৫.০৬	১৮.৯৫
পানি সম্পদ	৮.১	৭.০	৬.৯	৬.১	৫.৪	৪.২৯	৪.০৪	২.৪৪	৩.২২	২.২৯	৩.৭৩	২.০৫
শিল্প	০.৮	০.৮	১.৭	৩.৩	১.৯	১.১৪	২.৭৪	২.৪২	১.৬৪	১.২৪	১.৩৪	১.১৪
বিদ্যুৎ	১০.৯	১২.০	১২.৯	১২.২	১২.১	১৩.৭০	১৭.২৬	২০.৭৪	১.৬৪	১৩.৮৭	১৩.২৭	১৪.৭১
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৪.৯	৪.৭	৪.৩	২.৫	৩.১	৪.০০	৫.১৯	৬.০৪	১.৬২	০.৭৪	১.৪০	০.৬২
পরিবহন	১৯.৭	১৭.৯	১৭.৪	২০.৪	১৯.৯	১৬.১৫	১৮.০৪	১২.২৭	১৪.৩০	১৪.৪০	১০.৮৯	৭.৩৮
যোগাযোগ	১.৬	২.৮	৩.১	২.৮	৬.১	৩.৬৩	২.২৩	২.৯৩	২.৮২	২.৭২	১.৫৮	০.৪৫
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৫.১	৫.৪	৭.০	৭.৫	৬.৬	৫.৬১	৫.৯১	৬.০৩	৭.৫৬	৬.৮৬	৭.১১	৯.৪৯
শিক্ষা ও ধর্ম	১২.৯	১৩.৫	১২.৮	১৩.৩	১৪.২	১৩.৮৮	১২.২৮	১৩.৭০	১৩.৮৩	১৫.৪৮	১৫.৫৬	১৬.৭২
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা	৯.১	৮.২	৮.১	৭.৩	৭.৯	৬.৭২	৮.২৭	৮.১৭	৯.৫৯	৯.৯৭	১১.৩৪	১০.৮৬
অন্যান্য	১৪.১	১২.৮	৯.১	৭.৮	৭.৪	১৭.০০	৬.২৪	৭.৩৮	৮.১৯	৯.৪৩	১২.০২	১১.১৬
মোট এডিপি	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট জাতীয় কৌশলের পটভূমিতে বাজেট প্রণীত হয়। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাজেটের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান হলে বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ যেখানে দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করছে সেখানে সরকারকে বর্ধিত হারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট সম্পদ ও আয়

হস্তান্তরের বর্ধিত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। এতে করে সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা অর্থনীতিতে একদিকে একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম ক্রয় ক্ষমতা তৈরীর মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করে প্রবৃদ্ধির ধারা সচল রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অপরদিকে এটি বিশাল অক্ষম জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম জীবন ধারনে সহায়তা করছে। তবে বাংলাদেশে বাজেট ঘাটতির ধারা থেকে এটা পরিদ্ধকারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকৃতিক দূর্যোগময় কয়েকটি বছর ব্যতীত বাজেট ঘাটতি জিডিপি-এর ৫ শতাংশের নীচে রয়েছে। যা দেশের সামগ্রিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ। নিম্নে সারণি ৪.৬-এ গত দশকের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হ'লঃ

সারণি ৪.৬: বাজেট ভারসাম্য (Balance)[1]

(জিডিপি-র শতকরা হার)

	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৩.৪	-৪.৬	-৬.১	-৫.১	-৪.৪*	-৪.২*	-৪.২*	-৩.৯*	-৩.৭	-৬.২**	-৪.০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান সহ)	-২.১	-৩.২	-৪.৫	-৪.১	-৩.৭	-৩.৪	-৩.৪	-৩.৩	-৩.৩	-৫.৪***	-৩.২
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন	২.৩	২.৫	২.৫	২.০	১.৭	২.৩	২.৪	১.৭	১.৮	২.৫	১.৮
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	১.৬	১.৯	২.৮	২.৭	১.৩	২.২	১.৮	২.২	১.৯	৩.৭	২.২

* প্রকৃত সরকারি হিসাব অনুযায়ি ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে সার্বিক বাজেট ঘাটতি যথাক্রমে ৩.৫, ৩.৪, ৩.৫, ৩.৭, ২.৮ ও ৪.৯ শতাংশ।

** অনুদান বাদে ও বিপিসিসহ *** অনুদান ও বিপিসিসহ

উৎসঃ সিজিএ ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। সংখ্যাসমুহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদানের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ সম্পদ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এডিপিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে ১৯৯৯-০০ অর্থ বছর থেকে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কেবল ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের ৪০ শতাংশের চেয়েও কম সম্পদ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপর্যুপরি বন্যা এবং ঘুর্ণিঝড় সিডর পরবর্তী বর্ধিত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ায় উক্ত বছরের এডিপিতে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান বৃদ্ধি পাওয়ায় তুলনামূলকভাবে অভ্যন্তরীন উৎসের অবদান হ্রাস পেয়েছে। সম্পদ কর্মসূচির আকার এবং এডিপিতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নের সারণি ৪.৭ এ এডিপি অর্থায়নে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল:

সারণি ৪.৭: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
এডিপি	১৬৫০০	১৮২০০	১৬০০০	১৭১০০	১৯০০০	২০৫০০	২১৫০০	২১৬০০	২২৫০০	২৩০০০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [২]	৮২২৬	৯৫৩০	৭৭৮৫	৮৮৫৯	৯৫৯০	১০০৭০	১০৮০০	১১৪০৬	৮৪২৪	১০২০০
এডিপি-র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৪৯.৮৫	৫২.৩৬	৪৮.৬৬	৫১.৮১	৫০.৪৭	৪৯.১২	৫০.২৩	৫২.৮১	৩৭.৪৪	৪৪.৩৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন।

সরকারি ঋণ

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহের প্রতিশ্রুতি পূরণ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার ঋণ গ্রহণ করে। সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এই উভয় উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। বিগত এক দশকে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের খতিয়ান সারণি ৪.৮ -এ এবং বৈদেশিক উৎস থেকে অনুদান ও ঋণের খতিয়ান সারণি ৪.৯ -এ এবং বিগত ৭ বছরের উৎসভিত্তিক সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের গতিধারা লেখচিত্র ৪.২ -এ ও বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ প্রবাহ লেখচিত্র ৪.৩ -এ দেখানো হ'ল।

---

[১] সংখ্যার পূর্বে ঋণাত্মক চিহ্ন (-) দ্বারা ঘাটতি বুঝানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) অনুসৃত রীতি অনুযায়ী বৈদেশিক অনুদান সরকারের প্রাপ্তি হিসেবে পরিগণিত। কেননা এ অনুদান ফেরৎ দায়মুক্ত।

৪. মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ = এডিপি - বৈদেশিক উৎস।

সারণি ৪.৮: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র %
	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ	তফসিলী ব্যাংকসমূহ হতে গৃহীত ঋণ	মোট ঋণ			
১	২	৩	৪=২+৩	৫	৬=৪+৫	৭
১৯৯৮-৯৯	১০৬৪.৪০	৯১২.২০	১৯৭৬.৬০	২৭৭২.৪৪	৪৭৪৯.০৪	১.৯
১৯৯৯-০০	১৭৩৮.১০	১৭৮৬.২০	৩৫২৪.৩০	৩২২৯.৬৮	৬৭৫৩.৯৮	২.৮
২০০০-০১	২০০৯.৩০	৮৯৫.১০	২৯০৪.৩০	৪২০৮.৪২	৭১১২.৭২	২.৮
২০০১-০২	২৭২৭.০০	-১৫৮.৬০	২৫৬৮.৪০	৪৭১১.৪৭	৭২৭৯.৮৭	২.৭
২০০২-০৩	-২৫৮৯.৭০	১৬০৭.২০	-৯৮২.৫০	৪৭৯৫.২২	৩৮১২.৭২	১.৩
২০০৩-০৪	১৬৫৩.০০	১০১৬.১০	২৬৬৯.১০	৪৬৫৮.৯০	৭৩২৮.০০	২.২
২০০৪-০৫	৩৮২৬.৭০	-১৪২.৮০	৩৬৮৩.৯০	২৯৭২.৫৭	৬৬৫৬.৪৭	১.৮
২০০৫-০৬	৯৩৫১.৮০	-৩৩১০.৪০	৬০৪১.৫০	৩১০৩.২৩	৯১৪৪.৭৩	২.২
২০০৬-০৭	৯০৫.০০	৩৫১০.৯০	৪৪১৫.৯০	৪৬৮২.৩০	৯০৯৮.২০	১.৯
২০০৭-০৮	৬৬.২০	১০৮৯৩.৪০	১০৯৫৯.৬০	৩১৪৪.৮০	১৪১০৪.৪০	২.৬
২০০৮-০৯**	৫৯৮.২০	৫৯২১.০০	৬৫১৯.২০	৩৪১৭.৫০	৯৯৩৬.৭০	১.৬

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ।

নোটঃ ২০০২-০৩ অর্থ বছর থেকে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের গৃহীত ঋণ (নীট) নতুন পদ্ধতিতে হিসাব করা হচ্ছে।

** মার্চ/২০০৯ পর্যন্ত

লেখচিত্র-৪.২: সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ

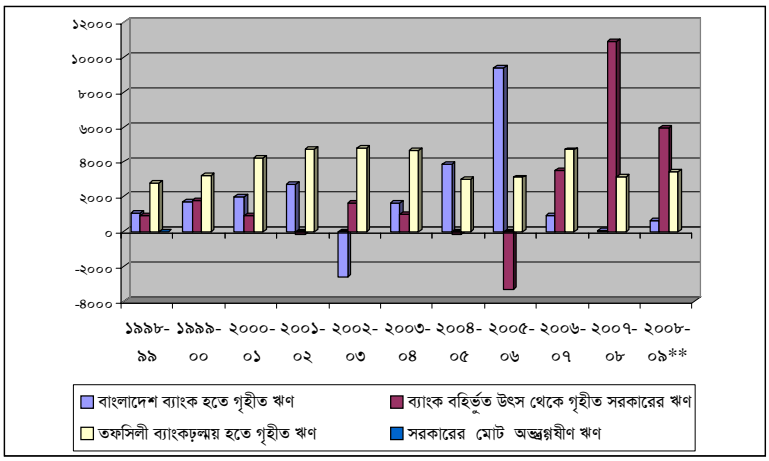

বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ধারা পর্যবেক্ষণ করলে এটা সহজেই দেখা যাচ্ছে যে. বাংলাদেশ কে প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে বৈদেশিক সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে প্রতি বছর বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এতে করে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নীট সম্পদের প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। তবে প্রাকৃতিক দূর্যোগময় বছরগুলোতে বৈদেশিক উৎস থেকে বাড়তি সাহায্য পাওয়ায় নীট প্রবাহ বেড়ে যায়। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ থেকে এটা নিশ্চিতভাবে দাবী করা যায় যে, বাংলাদেশ কখনই তার বৈদেশিক দায়-দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি।

সারণি ৪.৯: বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
১	২	৩	৪=২+৩	৫	৬	৭=৫+৬	৮=৪-৬	৯=৪-৭
১৯৯৮-৯৯	৬৬৯	৮৬৭	১৫৩৬	১৬৬	৩৭৩	৫৩৯	১১৬৩	৯৯৭
১৯৯৯-০০	৭২৬	৮৬২	১৫৮৮	১৭২	৪৪৭	৬১৯	১১৪১	৯৬৯
২০০০-০১	৫০৪	৮৬৫	১৩৬৯	১৫৯	৪৩৮	৫৯৭	৯৩১	৭৭২
২০০১-০২	৪৭৯	৯৬৩	১৪৪২	১৫১	৪৩৫	৫৮৬	১০০৭	৮৫৬
২০০২-০৩	৫১০	১০৭৫	১৫৮৫	১৫৬	৪৫২	৬০৮	১১৩৩	৯৭৭
২০০৩-০৪	৩৩৮	৬৯৫	১০৩৩	১৬৫	৪২৩	৫৮৮	৬১০	৪৪৫
২০০৪-০৫	২৩৪	১২৫৭	১৪৯১	১৮৫	৪৩৪	৬১৯	১০৫৭	৮৭২
২০০৫-০৬	৫০১	১০৬৭	১৫৬৮	১৭৬	৫০২	৬৭৮	১০৬৬	৮৯০
২০০৬-০৭	৫৯০	১০৪০	১৬৩০	১৮২	৫৪০	৭২২	১০৯০	৯০৮
২০০৭-০৮	৭০৫	১৩৭৮	২০৮৪	১৮৩	৫৮০	৭৬৩	১৫০৪	১৩২১
২০০৮-০৯**	৭৪০	১২৩০	১৯৪৫	১৮৫	৬০৫	৭৯০	১৩৪০	১১৫৫

উৎস ঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
২০০৮-০৯** সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী।

লেখচিত্র ৪.৩: বৈদেশিক উৎস থেকে সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ

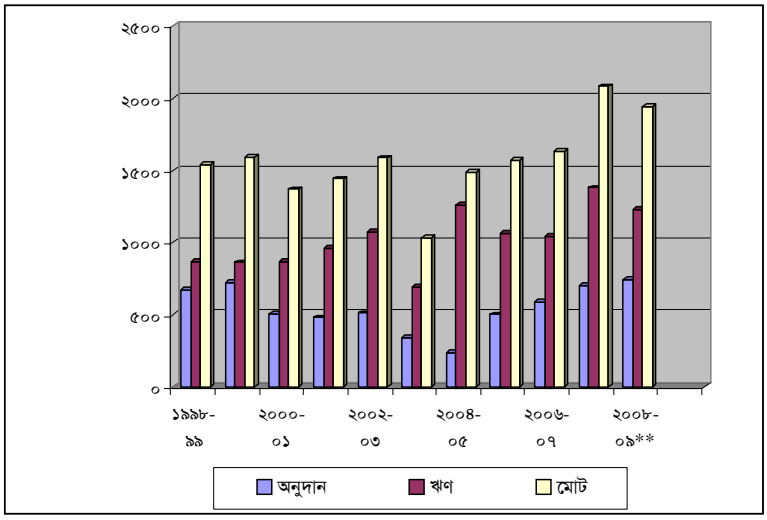

বাংলাদেশের বর্তমানে সরকারি ঋণ-দায় (debt obligation) এখনও সহনীয় সীমার মধ্যে রয়েছে। বৈশ্বিক বিভিন্ন পরিবর্তনজনিত কারণে বর্তমানে বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ ও অনুদান প্রাপ্তি ক্রমান্বয়ে কমে আসছে; তাই বাজেট ঘাটতি পূরণে বৈদেশিক ঋণের পাশাপাশি সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহের জন্য নানামুখী সংস্কার ও প্রমোশনাল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সারণি ৪.১০: এক নজরে বাজেট

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত ২০০৮-০৯	বাজেট ২০০৮-০৯	সংশোধিত ২০০৭-০৮
রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান			
রাজস্ব	৬৯১৮০	৬৯৩৮২	৬০৫৩৯
করসমূহ	৫৫৫২৬	৫৬৭৮৯	৪৮০১২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ	৫৩০০০	৫৪৫০০	৪৫৯৭০
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	২৫২৬	২২৮৯	২০৪২
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	১৩৬৫৪	১২৫৯৩	১২৫২৭
বৈদেশিক অনুদান	৪৯২৯	৬৩৪৬	৪৩৮৮
মোট ঃ	৭৪১০৯	৭৫৭২৮	৬৪৯২৭
ব্যয়			
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৬৭১২৫	৬৬৭৫৬	৫৭৪২৫
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	৬২৬৭৬	৬০৭৪৫	৫২২৫২
এর মধ্যে			
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	১২০০৩	১১২৭৪	১০৬২১
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১৩১১	১২৯১	১৩৪৬
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	৪৪৪৯	৬০১০	৫১৭৩
খাদ্য হিসাব	৭৮	৭০০	৮০৯
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)	৫৫৯	১৯৭২	৯৩২৪
সরকারের ওপর অর্পিত দায় (বিপিসি থেকে উদ্ভুত)	০	০	৭৫২৩
কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয়	৭৫০	১০০০	১৭০০
উন্নয়নমূলক ব্যয়	২৫৬২৮	২৯৫৩৬	২৪৩৫০
অনুন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত কর্মসংস্থান সৃজন এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচি	১৪৬৮	২১৫৭	১০৪৬
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২৩০০০	২৫৬০০	২২৫০০
এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও স্থানান্তর কর্মসূচি	১১৬০	১৭৭৮	৮০৪
মোট ব্যয় বিপিসি-র দায়সহঃ	৯৪১৪০	৯৯৯৬২	৯৩৬০৮
মোট ব্যয় বিপিসি বাদেঃ	৯৪১৪০	৯৯৯৬২	৮৬০৮৫
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ও বিপিসি সহ)ঃ	-২০০৩১	-২৪২৩৪	-২৮৬৭৯
(জিডিপি'র শতকরা হার)ঃ	-৩.২	-৩.৯৫	-৪.৭
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত ও বিপিসিসহ)ঃ	-২৪৯৬০	-৩০৫৮০	-৩৩০৬৯
(জিডিপি'র শতকরা হার)ঃ	-৪.০	-৪.৯৯	-৫.১
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ও বিপিসিবাদে)ঃ	-২৪৯৬০	-৩০৫৮০	-২৫৫৪৬
(জিডিপি'র শতকরা হার)ঃ	-৪.০	-৪.৯৯	-৩.৯
অর্থ সংস্থান			
বৈদেশিক ঋণ-নীট	**৫৮৩৩**	**৭২৩৬**	**৮৭৫৬**
বৈদেশিক ঋণ	১০২১৫	১১৫৫৭	১৩০২৪
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৪৩৮২	-৪২২১	-৪২৬৮
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১৪১৯৭**	**১৬৯৯৮**	**১৯৯২৩**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	**১০৬৯৭**	**১৩৪৯৮**	**১০৩৯৮**
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (নীট)	৯৮৯৯	-১৮০০	-৭২৫
স্বল্পমেয়াদী ঋণ (নীট)	৭৯৮	১৫২৯৮	১১১২৩
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	৩৫০০	৩৫০০	২০০২
জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ (নীট)	২৭৮৬	২৭৮৬	১২৮৩
অন্যান্য	৭১৪	৭১৪	৭১৯
নন- ক্যাশ বন্ড (বিপিসির দায়)	০	০	৭৫২৩
মোট -অর্থ সংস্থান (বিপিসির দায়সহ) ঃ	২০০৩০	২৪২৩৪	২৮৬৭৯
মেমোরেণ্ডাম আইটেম ঃ **জিডিপি**	৬১৪৯৪৩	৬১৩১১১	৫৪১৯১৯

উৎসঃ অর্থ বিভাগ।